মঞ্চে দম্পতির যুগলবন্দি

নাট্য–দম্পতি সোহিনী সেনগুপ্ত ও সপ্তর্ষি মৌলিক। ‘নান্দীকার’–এর আসন্ন নাটক ‘অবাঞ্ছিত শব্দগুচ্ছ’–র লেখক সপ্তর্ষি, পরিচালনা ও বাংলার দিদিমণি জাহ্নবী সেনের ভূমিকায় সোহিনী। শনিবার এই নতুন নাটক অ্যাকাডেমি মঞ্চে।

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ১৪ ঘণ্টা তিনি ‘কমলা নিবাস’–এর কর্ত্রী কমলা। সেখানে তাঁর জুটি বহুদিনের নান্দীকার–সঙ্গী জনপ্রিয় নট দেবশঙ্কর হালদার। ইন্দ্রপুরী থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তিনি হয়ে ওঠেন সোহিনী সেনগুপ্ত। রাস্তায় নজরে পড়ে, চলতি সিনেমার পোস্টার, তাঁর ‘ফুলপিসি’–রূপ। বাড়ি ফিরে সোজা নান্দীকারের ঘরে। সেখানে তিনি একদিকে যেমন হয়ে উঠবেন অভয়চরণ স্কুলের বাংলা শিক্ষিকা জাহ্নবী সেন, অন্যদিকে পরিচালকের ভূমিকা পালন করবেন অভয়চরণ স্কুলকে কেন্দ্র করে তৈরি ‘অবাঞ্ছিত শব্দগুচ্ছ’ নাটকে। নান্দীকার–এর আগামী এবং আসন্ন প্রযোজনা এই নাটক, যা প্রথম মঞ্চে আসবে তিন দিন পরে, শনিবার, অ্যাকাডেমি মঞ্চে।

রাতভর এই মহড়ায় সোহিনী অবশ্য পরিচালক হিসেবে নির্দেশ দেবেন অভয়চরণ ইনস্টিটিউটের ছাত্র চন্দ্রশেখর তথা সপ্তর্ষি মৌলিককে। অন্যদের সঙ্গে মাথা পেতে সোহিনীর নির্দেশ মেনে নেবেন সপ্তর্ষি। যদিও তিনি ‘অবাঞ্ছিত শব্দগুচ্ছ’–র নাটককার এবং ব্যক্তিগত ভাবে সপ্তর্ষি হলেন সোহিনীর জীবনসঙ্গী। কিন্তু নাটকের মঞ্চে কিংবা মহড়ায় দাম্পত্যের জন্যে কোনও ছাড় নেই। পরিচালক হিসেবে সোহিনী বেশ কড়া দিদিমণি। এবং তাঁর নির্দেশ অন্যান্য ছাত্র–চরিত্র অর্ঘ্য, সোমেশ, রূপ, ঋষভ, কুলদীপের মতোই মেনে নেন সপ্তর্ষি। এবং তা সানন্দে।

রাতভর রিহার্সালের পর ভোরবেলা ঘুমের সময়টা এখন বেছে নিয়েছেন সোহিনী। তারপর সকালবেলা কল–টাইম মেনে, হাজির হন ইন্দ্রপুরীতে। সোহিনী বললেন, সবটাই কিন্তু সানন্দে। আনন্দ ছাড়া তো কোনও কাজই ভাল হতে পারে না।

অবাঞ্ছিত শব্দগুচ্ছের আড়ালে

২০১২ থেকে সপ্তর্ষি আছেন নান্দীকার–এ। রুদ্রপ্রসাদ ও স্বাতীলেখা সেনগুপ্তের প্রশিক্ষণে আস্তে আস্তে অভিনেতা হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা।

লেখালিখির অভ্যেস ছোট থেকেই। ভালবাসেন নানান গদ্য ও কবিতা লিখতে। প্রথম নাটক ‘মৃত্যুঞ্জয়’ লিখেছিলেন ২০১৬–তে। তারপর লিখলেন ‘পৃথিবী, রাস্তা, শব্দ’। সপ্তর্ষির সৌভাগ্য, এই নাটকের নির্দেশক ছিলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। তারপর প্রফুল্ল রায়ের কাহিনি থেকে দলেরই অনিন্দিতা চক্রবর্তীর সঙ্গে যৌথ ভাবে লিখলেন ‘মানুষ’। এখন, প্রযোজিত হতে চলেছে তাঁর চতুর্থ নাটক ‘অবাঞ্ছিত শব্দগুচ্ছ’, যার নির্দেশনায় সোহিনী।

অভিনয়ের পাশাপাশি, নাটক লেখা এবং পরিচালনাতে অংশ নিয়েছেন সপ্তর্ষি। বললেন, শিক্ষক–ছাত্র পারস্পরিক সম্পর্ক, স্কুলে এবং স্কুলের বাইরে সাহিত্য ও কবিতার ভূমিকাকে কেন্দ্রে রেখে তিনি লিখেছেন ‘অবাঞ্ছিত শব্দগুচ্ছ’। সাহিত্যই একজন ছাত্রকে প্রকৃত মানুষ হতে শেখায়, এটাই মনে করেন সপ্তর্ষি। নিজের সাহিত্য–প্রেমকেই এই নাটকের আত্মায় মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন সপ্তর্ষি।

এখানে সপ্তর্ষি ও অর্ঘ্যরা ‘অভয়চরণ ইনস্টিটিউট ফর বয়েজ’–এর ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র। প্রধান শিক্ষকের ভূমিকায় থাকছেন সুমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়াও দলের অনেকেই অভিনয় করছেন। আর, এই স্কুলের বাংলা শিক্ষিকা জাহ্নবী সেনের ভূমিকায় সোহিনী সেনগুপ্ত।

প্রযোজনা উপযোগী করার জন্যে নিজের লেখা নাটকের কিছু সংলাপ বা কিছু অংশ তো পরিচালক সঙ্গত কারণেই বদল করেন। এক্ষেত্রে সেই বদল যখন সোহিনী করেন, কী প্রতিক্রিয়া হয় সপ্তর্ষির? সপ্তর্ষি বললেন, বদল তো স্বাভাবিক। নাটকের লিখিত–রূপ আর প্রযোজনা–রূপের মধ্যে তো তফাত ঘটাটা স্বাভাবিক। তবে, তর্ক করার অবকাশ আছে। মান–অভিমানও হতে পারে। কিন্তু শ্রদ্ধাটা সবচেয়ে বড় কথা। পরিচালক সোহিনী সেনগুপ্তকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাই, সোহিনীর নির্দেশ মানতে কোথাও কোনও দ্বিধা থাকে না। এবং, সোহিনী নিজে একজন অসাধারণ অভিনেত্রী। তাঁর সঙ্গে একই মঞ্চে অভিনয় করাটাও আমাদের সবাইকেই উদ্দীপ্ত করে।

শব্দগুচ্ছের টান

কেন টানল ‘অবাঞ্ছিত শব্দগুচ্ছ’? এই নাটকের নির্দেশনার ভূমিকা পালন করা সোহিনী প্রথমেই বললেন, জাহ্নবী সেনের চরিত্রটা দারুণ। এটা আমাকে ভীষণ ভাবে টেনেছে। একজন অভিনেত্রী হিসেবে এটা আমার কাছে একটা বড় প্রাপ্তি।

এবং সোহিনী বললেন, এই নাটক সহজ ভাবে অনেক গভীর কথা বলবে, যা আজকের সময়ে খুব জরুরি বলে মনে করি। আমাদের সুখ, আনন্দ শুধুই তো মেটিরিয়ালিস্টিক নয়। সাহিত্যের একটা বড় ভূমিকা আছে প্রকৃত মানুষ তৈরি করার ক্ষেত্রে। সেটা তো সবসময় আমাদের মনে থাকে না। কিন্তু মনে রাখাটা জরুরি।

সপ্তর্ষির লেখা এই নাটকে অনেক লিরিক্যাল জায়গা আছে। যা আমাকে টেনেছে। এক গভীর বার্তা আছে, যা আমাদের সবাইকেই স্পর্শ করবে। আর, সোহিনী বলেন, অনেক কবিতার অংশ আছে এই নাটকে। নাটকের মঞ্চে দাঁড়িয়ে এইসব কবিতা বলতে পারাটাও একটা বড় প্রাপ্তি আমার কাছে।

সব মিলিয়ে, নানান ভূমিকায় এখন পরিপূর্ণ ও ব্যস্ত সোহিনী। সারা দিন ‘কমলা নিবাস’–এর গিন্নি, রাতের মহড়ায় একই সঙ্গে জাহ্নবী সেন এবং নির্দেশক। আপাতত, ‘অবাঞ্ছিত শব্দগুচ্ছ’কে শনিবার ২০ জুন অ্যাকাডেমিতে পর পর দুটো অভিনয়ে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর আসন্ন জরুরি কাজ।

কথা শেষ করার সময়, মৃদু হেসে অভিনেত্রী সোহিনী বলে ওঠেন, মনে হয় জাহ্নবী সেনকে আপনাদের ভাল লাগবে।

হ্যাঁ, আমরাও জাহ্নবী সেনের অপেক্ষায়। বাংলার দিদিমণিকে স্বাগত।

‘মৃদঙ্গ’ উৎসবে ‘ফকিরা’

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক উৎসবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ‘মৃদঙ্গ ২০২৬’। কত নবীন প্রতিভার প্রকাশ ঘটল এই উৎসবে। এর সঙ্গে মৌসম মুখার্জি ও ‘ডিস্‌টর্টেড ক্রোমোজোম’ ব্যান্ডের গান ছিল উল্লেখ করার মতো। গ্র্যান্ড ফিনালের দিন ‘ফকিরা’ ব্যান্ডের গান দর্শক–শ্রোতাদের মাতিয়ে দিল। জেআইএস গ্রুপের ডিরেক্টর সর্দার সিমরপ্রীত সিং বলেন, এই উৎসব নতুনদের সৃষ্টিশীলতা এবং উদ্দীপনাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। ভবিষ্যতে এই যৌবনই সমাজে তাদের সুপ্রভাব স্থাপন করবে।

শ্যামা

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: সম্প্রতি উত্তম মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল সালংকারা স্কুল অফ পারফর্মিং আর্টসের রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠান। সংস্থার ১২৫ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিলেন এই অনুষ্ঠানে। প্রথম পর্বে ছিল ‘ঋতুরঙ্গ’। এই পর্বে সালংকারার নতুন পুরোনো অধিকাংশ ছাত্রীই অংশগ্রহণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় পর্বে, রবীন্দ্রনাথের অনন্য নৃত্যনাট্য ‘শ্যামা’ পরিবেশিত হল লাইভ মিউজিকের সঙ্গে। যেখানে শ্যামার ভূমিকায় ছিলেন সালংকারা স্কুল অফ পারফর্মিং আর্টসের কর্ণধার অঙ্কিতা রায়। দেবাশিস রায়চৌধুরী এবং রোহিনী রায়চৌধুরীর সঙ্গীত পরিচালনায় লাইভ মিউজিকের সঙ্গে সংস্থার ছাত্রীদের পরিবেশনা ছিল সুন্দর। অনুষ্ঠানটি মনে রাখার মতো।

লীলা স্মৃতি পুরস্কার

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাস ‘আটটা ন’টার সূর্য’-র জন্য এ বছরের লীলা স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হলেন সাহিত্যিক অশোককুমার মুখোপাধ্যায়। মহাজাতি সদনের অ্যানেক্স হলে পিকনিক গার্ডেন লীলা সেবা সোসাইটির উদ্যোগে তাঁর হাতে স্মারক ও মানপত্র তুলে দেন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা–সম্পাদক ড. সৌম্য ভট্টাচার্য।

অশোককুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘আটটা ন’টার সূর্য’ উপন্যাসে (প্রকাশক দে’জ পাবলিশিং) বিগত শতকের পাঁচ, ছয় ও সাতের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা, আদর্শবাদী সংগ্রাম এবং রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ইতিহাসকে শিল্পসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন। শর্মিষ্ঠা দে পরিবেশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত ঋক প্রকাশনীর সহযোগিতায় আয়োজিত অনুষ্ঠানটিকে উপভোগ্য করে তুলেছিল।

পূর্বাভাষ: ২ নাটক

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: পূর্বাভাষ গোষ্ঠীর ৪৭ তম বর্ষে মঞ্চস্থ হল দুটি নাটক শিবঙ্কর চক্রবর্তীর ‘শেষ ঘন্টা বাজেনি’ ও মৃণাল দের ‘বড় কুটুম’। অভিনয় করেন স্বপ্না ভট্টাচার্য, সুভাষ মিত্র, তপন চক্রবর্তী, সত্যব্রত চক্রবর্তী, রুদ্র চক্রবর্তী, সৃজন কর্মকার, প্রসুন ব্যানার্জি। যুগ্ম নির্দেশক ছিলেন সুপ্রভাত দে ও সুদীপ চক্রবর্তী। আর্থিক সহায়তা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাদেমির।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী

মহামান্য সিভিল জজ (সিনিয়র বিভাগ) আদালত, শ্রীরামপুর

রেফা:– স্যুট নং– এম.এস. (মানি স্যুট) ৪৪/২০১৯

বাদী:
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা
উত্তরপাড়া শাখা, সাং- ৬২ ও ৬৬, অমরনাথ রোড (স্টেশন রোড), থানা-উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী পিন-৭১২২৫৮

বিবাদী:
চিন্ময়ী মুখার্জী, স্বামী সন্তু মুখোপাধ্যায়
একমাত্র মালিক: মা আনন্দময়ী ভ্যারাইটি স্টোর, সাং-১৮৫/২৭১/সি, রাজীব গান্ধী রোড, কোন্নগর, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২৩৫
এ ছাড়াও: সাং- এন/১৮৪/১, হারান ব্যানার্জি লেন (রাজীব গান্ধী রোড), কোন্নগর, থানা– শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২৩৫

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, অদ্য মোকদ্দমা বাদী উপরোক্ত বিবাদীর বিরুদ্ধে হুগলী জেলার মহামান্য শ্রীরামপুরের সিভিল জাজ (সিনিয়র বিভাগ) আদালতে ২০২৬ সালের আঠারো এপ্রিল দেওয়ানি মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। বারংবার আদালত হতে নোটিশ প্রেরণ করা সত্ত্বেও আপনি উপস্থিত হইতেছেন না। এতদ্বারা কোর্টের 30.11.2024 তারিখে অর্ডার বলে আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনও ওজর আপত্তি বা দাবিদাওয়া থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া তাহার জবাব/ আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় অত্র মোকদ্দমা উপরোক্ত বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা শুনানি হইবে।

আদালতের আদেশানুসারে
পার্থসারথি পাল
07/05/26
সেরেস্তাদার
মহামান্য সিভিল জজ (সিনিয়র বিভাগ) আদালত
শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলী

স্বাঃ/- কাশীনাথ মুখার্জী
দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিলবাবু

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অমৃত হ্যাচারিজ প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনের অধীনে)

রেজিঃ অফিস: ১৫৮, লেনিন সরণি, কলকাতা–৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ
লিকুইডেটরের ঠিকানা: সুমেধা ম্যানেজমেন্ট সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড
৮বি, মিডলটন স্ট্রিট, ৬এ গীতাঞ্জলি, কলকাতা–৭০০০৭১, ভারত
যোগাযোগ: ৯৮৩০৭০২৭৭৭; ই–মেল: ip.amrithatcheriespvtltd@gmail.com

লিকুইডেশন রেগুলেশনস এর সূচি আই এবং রেগুলেশন ৩৩ সহ পঠনীয় ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড ২০১৬ এর ৩৫(এফ) ধারাধীনে নিম্নে উল্লিখিত সম্পদসমূহ ‘যেখানে যেমন আছে, ‘যেখানে যেভাবে আছে’, ‘যা আছে তা আছে’ এবং ‘অন্য কোনও উপায় ব্যতীত’ ভিত্তিতে নিম্নের টেবিলে উল্লিখিত তারিখে বিক্রয়ের জন্য ই–নিলাম বিজ্ঞপ্তি। সাধারণকে বিড প্রদান করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

সম্ভাব্য বিডার দ্বারা ফেরতযোগ্য জমা সহ প্রয়োজনীয় ফর্ম, হলফনামা, ঘোষণাপত্র ইত্যাদি জমা	১৭.০৬.২০২৬ থেকে ১৬.০৭.২০২৬ তারিখে https://ibbi.baanknet.com ই–অকশন পোর্টালের মাধ্যমে সরাসরি অনলাইনে জমা করতে হবে
সাইট ভিজিট/পরিদর্শনের তারিখ	১৭.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বিকাল ৫.০০টার পূর্বে
ইএমডি জমার শেষ তারিখ	বুধবার, ১৬.০৭.২০২৬, বিকাল ৫.০০টার পূর্বে।
ই–নিলামের তারিখ ও সময়	ই–নিলাম প্লাটফর্ম https://baanknet.com এর মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ২১.০৭.২০২৬ (মঙ্গলবার) বিকাল ৩.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টায় নিলাম সম্পন্ন হবে।

সম্পদের সূচি

লট নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষণ মূল্য	ইএমডি	বৃদ্ধির অর্থাঙ্ক
৩	জমি ও বিল্ডিং কাঠামো, প্ল্যান্ট ও মেশিনারি ও গাড়ি, স্থিতি মৌজা– অম্বরি, হাজারিগ্রাম, জে এল নং ১৬৯, থানা–ওন্দা, জেলা : বাঁকুড়া।	₹৭.৬৮ কোটি	₹০.৭৬ কোটি	₹০.১০ কোটি

https://baanknet.com–এ উপলব্ধ প্রসেস নথিতে প্রস্তাবিত নিয়ম এবং শর্তাবলি ও নিম্নলিখিত শর্তাবলি অনুযায়ী বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে:

১. সূচিতে বিবৃত পরিসম্পদের বিবরণসমূহ লিকুইডেটরের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান অনুযায়ী প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু এই ঘোষণাপত্রের কোনও ভুল, বিভ্রান্তি অথবা বাদের জন্য লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না।
২. প্রসেস নথিতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিসম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন পরিদর্শনের দায়িত্ব বিডারগণের। উপরোক্ত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আগ্রহী বিডারগণকে নিলামের জন্য পরিসম্পদের পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে।
৩. ই নিলামের জন্য সম্পদ সম্পর্কিত কোনও চার্জ, লিয়েন দায় ও সরকার বা অন্য কারও বকেয়ার জন্য লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না। বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল সহ সম্পত্তির দায় সম্পর্কে আগ্রহী বিডারগণকে স্বাধীন অনুসন্ধান চালানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৪. ই নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে এবং তাঁদের বিড জমার পূর্বে প্রসেস নথির মাধ্যমে যেতে বিডারগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে।
৫. অনুগ্রহ করে খেয়াল করবেন যে আগ্রহী আবেদনকারীগণ/সম্ভাব্য বিডারগণ হলফনামা জমা করবেন যে তাঁরা কোডের ২৯এ ধারার অধীনে কোনও অযোগ্যতার সম্মুখীন নন এবং যে কোনও ক্ষেত্রে অযোগ্য প্রমাণ হলে, জমা করা বায়না জমা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

দায় অস্বীকার: এই বিজ্ঞাপন বিডারদের স্বার্থ নিশ্চিত করার জন্য এবং লিকুইডেটরের তরফে কোনও দায় তৈরি করে না। যে কোনও সময়, যে কোনও ক্ষেত্রে কোনও কারণ না দেখিয়ে লিকুইডেটর যে কোনও সময়, যে কোনও ক্ষেত্রে এই প্রস্তাবনার সময়ের পরিবর্তন বা বাতিল করার অধিকার রাখে। উপরি উল্লিখিত সময়সীমা সহ ওইরূপ পরিমার্জন, আগ্রহ প্রকাশনা ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত করা হবে।

স্বা/–
বিজয় মুরমুরিয়া
লিকুইডেটর, মেসার্স অমৃত হ্যাচারিজ প্রাঃ লিঃ
আইবিবিআই রেজিঃ নং: IBBI/IPA-001/IP-N00007/2016-17/10026
এএফএ বৈধতা: ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৭.০৬.২০২৬

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
১ শেক্সপিয়র সরণি, এ সি মার্কেট বিল্ডিং
৩ নং ফ্লোর, কলকাতা–৭০০০৭১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক

West Bengal Gramin Bank
(Scheduled Bank Owned by Government)
Website: www.wbgb.co.in

মুর্শিদাবাদ রিজিওনাল অফিস, ৪৮, নয়া সরকার রোড, গোরাবাজার, পোঃ– বহরমপুর, পিন–৭৪২১০১

দাবি বিজ্ঞপ্তি

McLEOD RUSSEL

ম্যাকলিওড রাসেল ইন্ডিয়া লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর: L51109WB1998PLC087076
রেজিস্টার্ড অফিস: ফোর ম্যাঙ্গো লেন, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০১
টেলিফোন: ০৩৩-২২১০-১২২১, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৪৮-৩৬৮৩
ই-মেইল: administrator@mcleodrussel.com, ওয়েবসাইট: www.mcleodrussel.com

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

শেয়ার ট্রান্সফার রিকোয়েস্ট পুনরায় জমা দেওয়া এবং বাস্তবিক শেয়ার ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো

সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026, তারিখ ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ অনুসারে, কোম্পানি শেয়ার ট্রান্সফার রিকোয়েস্ট পুনরায় জমা দেওয়া এবং বাস্তবিক শেয়ার ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডোর সুবিধা প্রদান করেছে। এই বিশেষ উইন্ডোটি ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা থাকবে। এই বিশেষ উইন্ডোর সুবিধাটি শুধুমাত্র সেই সমস্ত ট্রান্সফার রিকোয়েস্ট এবং ফিজিক্যাল শেয়ার ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য, যেখানে ট্রান্সফার ডিড ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে সম্পন্ন হয়েছিল বা শেয়ারগুলি ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে কেনা/বেচা হয়েছিল (তা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে জমা দেওয়া হয়ে থাকুক বা না থাকুক) এবং মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) উপলব্ধ আছে।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা তাদের ট্রান্সফার রিকোয়েস্টগুলি মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) - মাহেশ্বরী ডাটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট: ম্যাকলিওড রাসেল ইন্ডিয়া লিমিটেড, ২৩ আর এন মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা– ৭০০০০১, টেলিফোন: +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮/২২৪৩ ৫০২৯, ফ্যাক্স: +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৪৭৮৭, ই-মেল: contact@mdplcorporate.com-এর কাছে জমা দিতে পারেন।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, এই শেয়ারগুলি বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিমেট মোডে ট্রান্সফারির অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করা হবে এবং ট্রান্সফার নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন থাকবে এবং উক্ত লক-ইন সময়কালে এই শেয়ারগুলি অন্য কাউকে হস্তান্তর করা যাবে না/লিয়েন-মার্ক করা যাবে না/প্লেজ করা যাবে না।

ম্যাকলিওড রাসেল ইন্ডিয়া লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অলোক কুমার সামন্ত
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬ জুন, ২০২৬

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী

মহামান্য সিভিল জজ (সিনিয়র বিভাগ) আদালত, শ্রীরামপুর

রেফা:- স্যুট নং- এম.এস/৪৫/২০১৯

বাদী:
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা
উত্তরপাড়া শাখা, সাং-৬২ ও ৬৬, অমরনাথ রোড (স্টেশন রোড), পি.ও. & থানা– উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২৫৮

বিবাদী:
সবিতা মুখার্জি, স্বামী স্বরঞ্জিত মুখার্জি
একমাত্র মালিক: M/S Mukherjee Communication
সাং- ১০২/এ/১৪/এ, লালবাহাদুর শাস্ত্রী রোড, কোন্নগর, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২৩৫
এ ছাড়াও: সাং-১৪৯৯, হারান ব্যানার্জি লেন, ওয়ার্ড নং ১৮, কোন্নগর, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২৩৫

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে অদ্য মোকদ্দমা বাদী উপরোক্ত বিবাদীর বিরুদ্ধে হুগলী জেলার মহামান্য শ্রীরামপুরের সিভিল জাজ (সিনিয়র বিভাগ) আদালতে ২০১৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর, দেওয়ানি মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। বারংবার আদালত হতে নোটিশ প্রেরণ করা সত্ত্বেও আপনি উপস্থিত হইতেছেন না। এতদ্বারা কোর্টের ৩১.১১.২০২৪ তারিখে অর্ডার বলে আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনও ওজর আপত্তি বা দাবিদাওয়া থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া তাহার জবাব/আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় অত্র মোকদ্দমা উপরোক্ত বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা শুনানি হইবে।

আদালতের আদেশানুসারে
পার্থসারথি পাল
07/05/26
সেরেস্তাদার
মহামান্য সিভিল জজ (সিনিয়র বিভাগ) আদালত
শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলী

স্বাঃ/- কাশীনাথ মুখার্জী
দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিলবাবু

ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৬, টাওয়ার ‘এ’, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বই– ৪০০০১৩

DCB BANK

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি

ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের (ঋণগ্রহীতা ও সহ–ঋণগ্রহীতাগণ) প্রতি নীচে লেখা তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে ওই বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত ও এখানে নীচের টেবিলে বর্ণিত অর্থাঙ্ক সুদসমেত পরিশোধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা ও সহ–ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা, সহ–ঋণগ্রহীতা ও জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৪(১) নং ধারা–সহ পঠনীয় ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা, সহ–ঋণগ্রহীতা ও জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি (স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ দ্রষ্টব্য) নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে–কোনও ধরনের লেনদেন এখানে নীচে উল্লিখিত অর্থাঙ্কের প্রেক্ষিতে ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

১.	প্রতীকী দখলের তারিখ– ১১ জুন, ২০২৬
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ:	৩১.১০.২০২৫
ঋণগ্রহীতা(গণ) ও সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)–এর নাম:	মিঃ আজগর মন্ডল, মিঃ গোলাম কুদ্দুস মন্ডল এবং মিসেস মমতাজ বিবি
লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর:	DBLA47900648428
মোট অনাদায়ী বকেয়া:	₹৫২,০৭,৭০৯.৯৭ (বাহান্ন লক্ষ সাত হাজার সাতশো নয় টাকা এবং সাতানব্বই পয়সা মাত্র) ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ অনুযায়ী

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: সামান্য কমবেশি ৮.২৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ ও তার উপর স্থিত কাঠামো, যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস দাগ নং ৮০/২৮৫–এর অংশ, আনুষঙ্গিক এল আর দাগ নং ৮৪, হাল খতিয়ান নং ৪৪–এর অধীন, আনুষঙ্গিক এল আর খতিয়ান নং ৩১৫ এবং ৪৬১, জে এল নং ৭৯, তৌজি নং ২৩, মৌজা– ত্রিমোহিনী, থানা– হাড়োয়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– নজরুল মন্ডলের সম্পত্তি; দক্ষিণ– সিদ্দিক মন্ডলের সম্পত্তি; পূর্ব– ৮ ফুট চওড়া রাস্তা; এবং পশ্চিম– মিঃ সমীর ঘোষের পুকুর। (সুরক্ষিত পরিসম্পদ)

২.	প্রতীকী দখলের তারিখ– ১২ জুন, ২০২৬
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ:	৩১.০৩.২০২৬
ঋণগ্রহীতা(গণ) ও সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)–এর নাম:	মেসার্স আলফিনা ইন্টারন্যাশনাল (এর প্রোপ্রাইটর মিঃ সিরাজুদ্দিন আনসারির মাধ্যমে), মিঃ সিরাজুদ্দিন আনসারি এবং মিঃ আজমত আনসারি
লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর:	08959200000815
মোট অনাদায়ী বকেয়া:	₹৫২,৯৪,৭৪৮.৮৩ (বাহান্ন লক্ষ চুরানব্বই হাজার সাতশো আটচল্লিশ টাকা এবং তিরাশি পয়সা মাত্র) ৩১ মার্চ, ২০২৬ অনুযায়ী

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: জি+২ তলা বিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের ২ নং ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৩১২০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যা নির্মিত ও গঠিত সামান্য কমবেশি ০৫ কাঠা জমির উপর, যার স্থিতি ও বিবরণ: সি এস দাগ নং ৫৫৯৩ (সাবেক)–এর অংশ, আনুষঙ্গিক আর এস/এল আর দাগ নং ৩৮২৬, সি এস (সাবেক) খতিয়ান নং ১৮৪৪–এর অধীন, আনুষঙ্গিক আর এস (হাল) খতিয়ান নং ১৯১৪, আরও আনুষঙ্গিক এল আর খতিয়ান নং ২১১৯০, জে এল নং ২, রে সা নং ১৪০, তৌজি নং ১২৫৮/১, মৌজা– গোপালপুর, থানা– এয়ারপোর্ট, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, যা বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং বিএমসি২/১১৫, ব্লক–জে, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং ২, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার এলাকাধীন, বর্তমানে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নামে পরিচিত এবং চিহ্নিত। (সুরক্ষিত পরিসম্পদ)

৩.	প্রতীকী দখলের তারিখ– ১২ জুন, ২০২৬
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ:	০৭.০২.২০২৬
ঋণগ্রহীতা(গণ) ও সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)–এর নাম:	মিঃ খোকন গিরি এবং মিস টুসি গিরি
লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর:	DRHLGAR00561247
মোট অনাদায়ী বকেয়া:	₹১৬,১১,১৭৪.০০ (ষোলো লক্ষ এগারো হাজার একশো চুয়াত্তর টাকা মাত্র) ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ অনুযায়ী

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: সামান্য কমবেশি ২ কাঠা জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, সাথে সিমেন্ট করা মেঝে বিশিষ্ট একটি বাড়ি, যার একতলায় সামান্য কমবেশি ৭০০ বর্গফুট যা পাকা ছাদ যুক্ত এবং দোতলায় ৭০০ বর্গফুট যা পাকা ইটের দেওয়াল এবং টিনের চালা যুক্ত, যার প্রতি তলায় তিনটি বেডরুম, একটি ডাইনিং রুম কাম কিচেন, একটি ড্রয়িং রুম, একটি টয়লেট রয়েছে, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– কোদালিয়া, থানা– সোনারপুর, পরগনা– বারিধটি, জে এল নং ৩৫, রে সা নং ১৪৬, তৌজি নং ১২০, আর এস খতিয়ান নং ৪১৩, এল আর খতিয়ান নং ৮২৪৮ এবং ৮২৫৯, আর এস দাগ নং ২১৪০, এল আর দাগ নং ২২৭৮, রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার অধীন, ওয়ার্ড নং ২১, হোল্ডিং নং ৪০৪, জে এন বোস রোড, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– শম্ভু সাহা, দক্ষিণ– ৮ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্ব– নিমাই মন্ডল, পশ্চিম– অবধ মন্ডল। (সুরক্ষিত পরিসম্পদ)

৪.	প্রতীকী দখলের তারিখ– ১২ জুন, ২০২৬
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ:	০২.০২.২০২৬
ঋণগ্রহীতা(গণ) ও সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)–এর নাম:	মিঃ জাহিদুর রহমান মোল্লা এবং মিস আমিরন বিবি
লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর:	DRBLGAR00586076
মোট অনাদায়ী বকেয়া:	₹১৪,৯৩,৮৭২.০০ (চোদ্দো লক্ষ তিরানব্বই হাজার আটশো বাহাত্তর টাকা মাত্র) ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ অনুযায়ী

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: সামান্য কমবেশি ৭ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– কালাবারু, জে এল নং ১১৪, আর এস খতিয়ান নং ১৬৮, এল আর খতিয়ান নং ২২৩২–এর অন্তর্ভূত, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১/৪৬২–এর অধীন, থানা– বারুইপুর, হাড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– রাশিদা বিবি, দক্ষিণ– ১২ ফুট সাধারণ প্যাসেজ, পূর্ব– আর এস এবং এল আর দাগ প্লট নং ৪৫৭/৪৭৩–এর জমি, পশ্চিম– কাসেম মোল্লা। (সুরক্ষিত পরিসম্পদ)

৫.	প্রতীকী দখলের তারিখ– ১২ জুন, ২০২৬
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ:	২৪.০৩.২০২৬
ঋণগ্রহীতা(গণ) ও সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)–এর নাম:	মিঃ মোস্তফা মন্ডল এবং মিসেস সাজিদা বিবি
লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর:	DBLABRD00649022
মোট অনাদায়ী বকেয়া:	₹১৮,২০,৮৩৪.০৩ (আঠারো লক্ষ কুড়ি হাজার আটশো চৌত্রিশ টাকা এবং তিন পয়সা মাত্র) ২৪ মার্চ, ২০২৬ অনুযায়ী

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: সামান্য কমবেশি ৮.১৭ ডেসিমেল জমি সাথে ৪০০ বর্গফুট কাঠামোর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– জাফরপুর, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১০৮–এর অন্তর্ভূত, আনুষঙ্গিক এল আর খতিয়ান নং ৮৬৮৫ এবং ৮৬৮৩, জে এল নং ৬২, ঘোড়ারাশ কুলিনগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– বসিরহাট, এডিএসআর বসিরহাট এবং ডিএসআর বারাসাত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: পূর্ব– হাবিবর রহমানের সম্পত্তি, পশ্চিম– কাবুল আহমেদের সম্পত্তি, উত্তর– কাবুল আহমেদের সম্পত্তি, দক্ষিণ– ১০ ফুট চওড়া রাস্তা। (সুরক্ষিত পরিসম্পদ)

তারিখ: ১৭ জুন, ২০২৬
স্থান: উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ)
ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর পক্ষে
অনুমোদিত আধিকারিক